তারিখ · 27 OCT 2016
পৃষ্ঠা ·· ৩ ··· কলাম ··· ১৬

সমকাল

বিয়ের পর ঝরে পড়ে ৯২ ভাগ কিশোরী শিক্ষার্থী

গবেষণা তথ্য

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিবাহিত ৯২ ভাগ কিশোরী শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ে। আর শতকরা ৮৯ ভাগ মেয়ে ১৪ বছর বয়সে অন্তত একবার গর্ভধারণ করে। বিবাহিত কিশোরীদের নিয়ে কাজ করে মোর্চা সংগঠন 'ইমেজ'। সম্প্রতি তাদের এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে।

গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর ফার্মগেটে ডেইলি স্টার ভবনের সম্মেলন কক্ষে 'বিবাহিত কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার' বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে এ তথ্য উত্থাপন করা হয়। বেসরকারি সংগঠন তেরে দেশ হোমস নেদারল্যান্ডস, রেড অরেঞ্জ মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস লিমিটেড, 'পল্লীশ্রী', এসকেএস ফাউন্ডেশন এবং তেরে দেশ হোমস লুসানে যৌথভাবে এই বৈঠকের আয়োজন করে।

■ পৃ ৩

বিয়ের পর

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

'বিবাহিত কিশোরীদের ক্ষমতায়নের উদ্যোগ'-(ইমেজ) প্রকল্পের অধীনে রংপুর বিভাগের গাইবান্ধা, নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলার সাড়ে ৪ হাজার কিশোরীর সঙ্গে কথা বলে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, বিয়ের পর শতকরা ৯২ ভাগ কিশোরী শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়েছে। তাদের মধ্যে ৯৭ ভাগ কিশোরী কোনো না কোনো সময় স্কুলে পড়েছে। বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে মাত্র ৮ ভাগ বিয়ের পরে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

বৈঠকে বক্তারা বলেন, বিয়ের পর ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েরা পরিবার ও সমাজের চাপে যৌনজীবনে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তারা তাদের শরীর সম্পর্কে বোঝার আগেই অপরিণত শরীরে সন্তান ধারণ করছে। এতে কিশোরী মা ও তার গর্ভের সন্তান দু'জনেই মৃত্যুঝুঁকিতে পড়ছে। এভাবে সময়ের সঙ্গে ধূসর হয়ে যাচ্ছে এসব কিশোরীদের জীবন ও স্বপ্ন।

আয়োজক সংগঠন রেড অরেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অর্ণব চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় বৈঠকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল হোসেন, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচের পরিচালক ড. মো. শরীফ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. শিমূল কলি হোসাইন, নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর, নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের অ্যাডভাইজার মুশফিকা জামান, ইউএসআইডি-ডিএফআইডি এনজিও হেলথ সার্ভিস প্রকল্পের চিফ অব পার্টি ডা. হালিদা হানুম আক্তার, ইমেজের প্রকল্প পরিচালক ফারজানা জেসমিন হাসান, এসকেএস ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক রাসেল আহমেদ লিটন বক্তব্য রাখেন।

বিবাহিত কিশোরীদের সুস্থ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষমতায়নে কাজ করছে 'ইমেজ'। বিবাহিত কিশোরীরা যেন আবারও লেখাপড়ার সুযোগ পায়, যৌন সচেতনতার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য চাহিদা যেন তারা সহজেই পেতে পারে, সে লক্ষ্যে জাতীয় ক্যাম্পেইন 'তোমার জন্য আমরা' স্লোগান নিয়ে তারা কাজ করছে।